



246225 - নামাযে মাসবুকরে বধিনসমূহ

প্রশ্ন

নামাযে মাসবুকরে বধিনসমূহ বসিতারতি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

‘আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (৩/৩৫৩) এসছে: ‘মাসবুক হচ্ছে এমন ব্যক্তির আর আগে ইমাম নামাযেরে সকল রাকাত বা কছু রাকাত পড়ে ফেলেছেন।’[সমাপ্ত]

দুই:

মাসবুকরে বধিনসমূহ:

১. মাসবুক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে সে ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে মসজদে আসবে।

মাসবুক ইমামের সাথে নামাযেরে যে অংশ পাবে সেটিকে তার নামাযেরে প্রথম অংশ। উদাহরণস্বরূপ মাসবুক যদি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাযেরে দ্বিতীয় রাকাত পায়, তাহলে এটি ইমামের দ্বিতীয় রাকাত, আর মাসবুক নামাযীর প্রথম রাকাত।

এই দুটি হুকুমেরে দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে বাণী: ‘স্বখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযেরে দকি হুটে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।’[হাদীসটি বুখারী (৬০০) বর্ণনা করেন]

কছু আলমে ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন যে যদি জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে সামান্য গতি বাড়তে পারে; যাত্রে জামাত ধরতে পারে।

২. মাসবুক ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় ধরতে পারে তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা আবশ্যিক। ঝুঁক পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে তার নামায সঠিক হবে না।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলনে: ‘যে ক্ষতেরে দাঁড়ানো আবশ্যক সে ক্ষতেরে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা আবশ্যক। অনুরূপভাবে যে মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমার বাক্য পূর্ণরূপে বলতে হবে। যদি দাঁড়ানো অবস্থার বাইরে তাকবীরের একটি হিরফও উচ্চারণ করে তাহলে তার ফরয নামায হবে না। এ নিয়ে কোনো মতভেদে নাই।’[সমাপ্ত][আল-মাজমু (৩/২৯৬)]

৩. মাসবুক ব্যক্তি যদি এমতাবস্থায় পৌঁছান যে ইমাম রুকুতে আছেন তাহলে তার জন্য সতর্কতা হিসেবে দু’টি তাকবীর বলা বাঞ্ছনীয়: প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয়টি রুকুর তাকবীর। যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে এবং রুকুর তাকবীর বলা ছাড়া রুকু করে তাহলে আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুসারে সটের তার জন্য যথেষ্ট হবে।

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘যদি মুক্তাদি নামাযে এমন সময়ে আসে যে ইমাম রুকুতে আছেন, তাহলে সে কি শুরুর তাকবীর ও রুকুর তাকবীর দিবে; নাকি তাকবীর দিয়ে রুকুতে চলে যাবে?’

উত্তর: উত্তম ও সতর্কতা হচ্ছে উভয় তাকবীর প্রদান করা: প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা যা একটি রোকন এবং এটি অবশ্যই দাঁড়ানো অবস্থায় দিতে হবে। আর দ্বিতীয়টি রুকুর তাকবীর যা রুকু দেওয়ার সময়ে দিতে হবে। যদি সে কোনো রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুসারে শুধু তাকবীরে তাহরীমা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ দু’টি ইবাদত একই সময়ে একত্রিত হয়েছে। ফলে বড়টি (তাকবীরে তাহরীমা) ছোটটির (রুকুর তাকবীরের) পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ আলমের মতে এই রাকাত যথেষ্ট হবে।’[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (১১/২৪৫)]

৪. যদি মুক্তাদি ইমামকে রুকুর অবস্থায় পয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ঐ রাকাত যথেষ্ট হবে; যদিও ইমাম মাথা ওঠানোর পরে মুক্তাদি তাসবীহ পড়ে থাকে।

৫. যদি মাসবুক ব্যক্তির মনে সংশয় থাকে যে সে কি ইমামের সাথে রুকু পয়েছে নাকি পায়নি, এমন অবস্থায় সে তার প্রবল ধারণাকে গ্রহণ করবে। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সে রুকুর অবস্থায় ইমামকে পয়েছে তাহলে সে রাকাত পয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সে রুকু পায়নি তাহলে সে রাকাত পায়নি বলে গণ্য হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুর ‘আশ-শারহুল মুমতী গ্রন্থে (৩/৩৮৩) এসেছে:

‘মাসয়ালা: যদি কোনো ব্যক্তি এসে দেখতে পায় ইমাম রুকু অবস্থায় আছে, এরপর সে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে রুকুতে যায়। পরবর্তীতে তার মনে সংশয় হয় যে সে কি ইমামকে রুকুতে পয়েছে, নাকি ইমামকে ধরার আগে ইমাম রুকু থেকে উঠে গিয়েছে; তাহলে লেখকের মতে এই রাকাত ধর্তব্য হবে না। কারণ সে রুকু পয়েছে কনি তা নিয়ে সংশয়ে আছে। এমন অবস্থায় যে বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সটের উপর সে থাকবে। সটেরি হচ্ছে যে সে রুকু পায়নি। ফলে তার এই রাকাত গণ্য হবে না।

আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে: প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা। আমরা বলব: আপনার প্রবল ধারণায় আপনি কি ইমামকে রুকুতে

পয়েছেন; নাকি পাননি? যদি তিনি বলেন: হ্যাঁ, আমার প্রবল ধারণা আমি ইমামকে রুকুতে পয়েছি। তাহলে আমরা বলব: আপনার জন্য রাকাতটি গণ্য হবে। আর যদি তিনি বলেন: আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে আমি রাকাত পাইনি। তাহলে আমরা বলব: আপনি এই রাকাত গণনা না করে নামায পূরণ করুন। যদি তিনি বলেন: আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ববশে আছি। আমি রাকাতটি পয়েছি বলে আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে না। তাহলে আমরা বলব: আপনি যটো সুনিশ্চিত সটোর উপর নির্ভর করুন। এই রাকাতটি গণনা না করে নামায পূরণ করুন।’[সমাপ্ত]

৬. মাসবুক ব্যক্তির জন্য কাতারের পছন্দে একাকী নামায পড়া জায়গে হবে, যদি সে তার সামনের কাতারে কোনো জায়গা না পায়।

৭. ইমাম যদি এক রাকাত বেশি পড়েন তাহলে মাসবুক কি সেই অতিরিক্ত রাকাত গণনা করবে? বিষয়টি নিয়ে আলমেদরে মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘যদি ইমাম (ভুলবশত) পাঁচ রাকাত পড়ে, আর কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতের সাথে শরীক হয়, তাহলে সে কি ইমামের সাথে সালাম ফরোবে; নাকি আরও এক রাকাত পড়বে?’

তিনি উত্তর দেন: এ বিষয়ে আলমেরা মতভেদে করছেন। কিছু আলমে মনে করেন, ইমাম যদি পাঁচ রাকাত পড়ে সালাম ফরোয়, তাহলে মাসবুকের জন্য আরও এক রাকাত পড়া আবশ্যিক। এ অবস্থায় সে যেন ইমামের মত করেই পাঁচ রাকাত পড়ল। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূরণ করবে।” তাদরে মতে উক্ত ব্যক্তির এক রাকাত ছুটে গিয়েছে, সুতরাং তাকে এটি আদায় করতে হবে।

কিন্তু অগ্রগণ্য অভিমত হলো: তার জন্য পঞ্চম কোনো রাকাত আদায় করা জায়গে হবে না। বরং এমন ক্ষেত্রে সে ইমামের সাথেই সালাম ফরোবে। কারণ ইমাম ভুলবশতঃ পঞ্চম রাকাত পড়ছে, ইমামের ওজর আছে। অন্যদিকে এই ব্যক্তির কোনো ওজর নেই। তিনি যিহেতে জানতে পেরেছেন যে তিনি চার রাকাত নামায পড়ছেন, এরপরে তার জন্য নামাযে বৃদ্ধিকরা বধি নয়।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘যা ছুটে যায় তা পূরণ করবে’ এখানে ‘পূরণ করবে’ কথাটি প্রমাণ করে যে যা ছুটে গিয়েছে তার ফলে নামাযে ঘাটতি হয়েছে। কিন্তু সে যদি ইমামের সাথে চার রাকাত পড়ে তাহলে তো তার নামাযে কোনো ঘাটতি হয়নি। উক্ত হাদীসের জবাব এটিই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৪/২০)]

দেখুন: (49046) ও (87853) নং প্রশ্নের উত্তর।

৮. ইমাম যদি সালাম ফরোনার আগে সাহু সজিদা দিয়ে তাহলে মাসবুক তার সাথে সাহু সজিদা দিবে; মাসবুক সেই সাহু তথা



ভুলরে সময় নামাযে অংশগ্রহণ করুক কিংবা ভুলরে পরে নামাযে অংশগ্রহণ করুক; উভয় অবস্থাতই (সে সাহু সজিদা দবি)। যদি সালাম ফরোনোর পরে ইমাম সাহু সজিদা দিয়ে তাহলে মাসবুক সজিদার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে না। কারণ এমন অবস্থায় তাকে অনুসরণ করা তার জন্য সম্ভবপর নয়।

৯. মাসবুক অন্তত এক রাকাত না পাওয়া ছাড়া জামাত পয়েছে বলে গণ্য হবে না। রুকু পাওয়ার মাধ্যমই রাকাত পাওয়া যায়।

‘ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (৬/২২৫)-তে এসেছে:

‘সঠিক মত অনুসারে মাসবুক ব্যক্তি এক রাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পয়েছে বলে গণ্য হবে না। কারণ হাদীসে এসেছে: ‘যে ব্যক্তি কোনো নামাযে এক রাকাত পয়েছে সে নামাযটি পয়েছে।’[হাদীসটি মুসলিম তার সহি গ্রন্থে বর্ণনা করছেন] আর রুকু পাওয়ার মাধ্যমই রাকাত পাওয়া যায়।[সমাপ্ত]

১১. মাসবুক যদি শেষে রুকুর পরে পৌঁছে তাহলে তার জন্য ইমামের সাথে নামাযে প্রবশে করাই উত্তম। সে অন্য জামাতেরে অপেক্ষা করবে না।

‘ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (দ্বিতীয় খণ্ড, ৬/২২৫)-তে এসেছে:

‘যদি মুসলিম ব্যক্তি শেষে রাকাতেরে রুকুর পরে আসে তাহলে তার জন্য ইমামের সাথে যা পায় তাতেই অংশগ্রহণ করা উত্তম। এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে বাণীর ব্যাপকতা যখনে তিনি বলছেন: “যখন তোমরা নামাযে আসবে তখন তোমাদেরে উচিত স্থিতি ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূরণ করবে।” তাঁর এ বক্তব্য শেষে রুকুর আগে ও পরেরে উভয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে।’[সমাপ্ত]

১২. মাসবুক ব্যক্তির যদি জুমার নামাযেরে দ্বিতীয় রাকাতেরে রুকু ছুটে যায় তাহলে সে জুমার নামায পয়েছে বলে গণ্য হবে না। তাই সে যদি এমন সময়ে এসে পৌঁছায় যখন ইমাম জুমার দ্বিতীয় রাকাতেরে রুকু থেকে উঠে গিয়েছেন তাহলে তার জুমা ছুটে গিয়েছে বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সে ইমামের সাথে নামাযে যোগ দবি এবং ইমাম সালাম ফরোনোর পরে সে নামাযটি যোহর হিসেবে পূরণ করবে। আরো জানতে (12601) নং প্রশ্নেরে উত্তর দেখুন।

১৩. মাসবুক ব্যক্তির জন্য সতর্কতা হচ্ছে: তার নামাযেরে যে অংশটি ছুটে গিয়েছে সেটি আদায় করার জন্য সে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবে না যতক্ষণ না ইমাম দ্বিতীয় সালাম ফরোনো শেষে করে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।